আত্মীয়ের বন্ধন রক্ষা করা ফারয

আস-সালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু।
আউযু বিল্লাহি মিন আশ-শাইতানির রাজিম। বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহিম।
আস-সালাতু ওয়া আস-সালামু 'আলা রাসুলিনা মুহাম্মাদিন সায়্যিদীল আউয়ালিনা ওয়াল আখিরীন।
মাদাদ ইয়া রাসুল আল্লাহ্, মাদাদ ইয়া সাদাতি আসহাবী রাসুল আল্লাহ্, মাদাদ ইয়া মাশাইখিনা,
শেইখ আব্দুল্লাহ দাগিস্তানী, শেইখ মুহাম্মাদ নাযিম আল-হাক্কানী, দাস্তুর।
তারিকাতুনা সোহবাহ, ওয়াল খাইরু ফি জামিয়াহ।

আত্মীয়তার বন্ধন গুরুত্বপূর্ণ। লোকেরা জানে না সাপ্তাহিক ছুটির দিনে কোথায় যেতে হবে। পরিবারকে সাথে নিয়ে বাবা-মার সাথে দেখা করতে যাওয়া বিশাল পূণ্যের কাজ এবং সাওয়াবের কারণ, যদি উনারা জীবিত থাকেন। উনাদের সাথে সাক্ষাৎ করা খুবই উত্তম।

আত্মীয় এবং পরিবারের ভেতরে কে কে আছে তা জানা উত্তম। এটি ইসলামে গুরুত্বপূর্ণ। তুমি কোথা থেকে এসেছ এবং কাদের কাছ থেকে এসেছ তার খোঁজ করা উত্তম। অতীতের মানুষেরা তা করত কিন্তু এই অভ্যাসটি ত্যাগ করা হয়েছে এই (ওসমানীয়া) সাম্রাজ্য ধ্বংসের পরে।

তোমার বংশধারা কি? সেটা কোথা থেকে আসছে? কোথায় যাচ্ছে? এদিকে মনযোগ দেয়া এবং তা অনুসরণ করা উত্তম। বিশেষ করে এই সময়ে যখন কিছু লোক বানিয়ে বলে, "আমি একজন সাইয়িদ, আমি এই, আমি সেই।" এরকম বলা যথাযথ নয় যদি তোমার হাতে কোন প্রমাণ না থাকে, যদিওবা তুমি সত্যিই একজন সাইয়িদ হয়েও থাকো। আমরা সবাই আদাম (আলাইহি সালাম) এর বংশধর। ঠিক যেমন আমাদের পবিত্র নাবী (সাঃ) এর বংশধারা পরিষ্কারভাবে এবং সুন্দরভাবে উনার কাছে এসেছে, যেহেতু তিনি সব কিছুতেই আমাদের জন্য আদর্শ সেহেতু আমাদের জন্যেও জানা ফারয যে কারা আমাদের আত্মীয়, পূর্বপুরুষ, পিতামহ-মাতামহ এবং চাচা-মামা এবং তাদের নিকটবর্তী হওয়া উচিৎ। এই সিলাত-উর-রাহম (আত্মীয়ের বন্ধন) ফারয।

যারা সিলাত-উর রাহম রক্ষা করে তাদের কাজও ভালো হয় এবং তাদের রিযিক বৃদ্ধি পায়। তাই এটি করা শুধুমাত্র বন্ধুপরায়ণতা নয়, এটি করা একটি ইবাদাত। যারা ইবাদাত না করে তাদের জন্য গুনাহ লিপিবদ্ধ হয়। "যারা আত্মীয়তার বন্ধন ছিন্ন করে তারা আমার সাথে বন্ধন ছিন্ন করে", বলেন আল্লাহ্ (আযযা ওয়া জাল্লা)।

এই জিনিসগুলো লোকেরা ভূলে গেছে। তারা আমদের ভূলিয়ে দিয়েছে। ওসমানীয়াদের পরে এটা ইচ্ছাকৃতভাবে করা হয়েছে। জ্ঞানী এবং ভালো মানুষেরা আর নেই। তারা সবাই চলে গেছে। তাদেরকে সরিয়ে দেয়া হয়েছে অতীতের সাথে আমাদের সম্পর্ক কেটে ফেলার জন্য। এবং তারা সেটা করতে অত্যন্ত সফল হয়েছে। তবুও মুসলিম মানুষেরা যারা ইসলামের অনুসরণ করে তারা এই অতি সুন্দর

রীতি অনুসরণ করে যায় কারণ তা আল্লাহ্‌র একটি আদেশ।

এই রীতিটি অনেক আগেই হারিয়ে যেত যদি এটি আল্লাহ্‌র একটি আদেশ না হত এবং লোকেরা তরকারীর ঝোলের মত হয়ে যেত। কে কোথা থেকে এসেছে এবং কোথায় যাচ্ছে তা বোঝা দুষ্কর হত। কমিউনিযমও এরকম ছিল। তারা পরিবার বলতে কিছু রাখেনি। কমিউনিস্টরা মানুষকে বিক্ষিপ্তভাবে ছড়িয়ে ছিটিয়ে দিয়েছিল। কিন্তু এত চাপ এবং অত্যাচারের পরেও মানুষেরা এক অপরকে ত্যাগ করেনি। মানুষদের একে অপরকে আরও বেশি করে মনে পড়ত এবং তারা ভূলেনি।

এটি একটি সুন্দর আদেশ এবং সুন্দর রীতি। চল আমরা তা বজায় রাখি। তোমরা আল্লাহ্‌র কাছ থেকে এর জন্য একটি বিশাল পুরস্কার লাভ করবে।

ওয়া মিনাল্লাহ আত-তাওফিক

আল-ফাতিহা।

হাযরাত শেইখ মুহাম্মাদ মেহমেত আদিল
২০ ফেব্রুয়ারি ২০১৬/১১ জুমাদ আল-আউয়াল ১৪৩৭
ফাজর নামায, আকবাবা দারগাহ।